বাণভট্ট ঃ সংস্কৃত সাহিত্যগগনের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অসামান্য প্রতিভাধর লেখক বাণভট্ট। ভারতীয় কবিসাহিত্যিকগণের যে কতিপয়ের সম্পর্কে ইতিহাসনিষ্ঠ প্রামাণ্য পরিচয় সংগ্রহ করা যায়, ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। বাণ তাঁর দুটি গদ্য রচনায় (কাদম্বরীর ভূমিকায় কয়েকটি শ্লোকে এবং হর্ষচরিতের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয়ের প্রথমার্ধে) আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কান্যকুব্জের অন্তর্গত হিরণ্যবাহু বা শোণ নদীর তীরবর্তী প্রীতিকূট নামক ব্রাহ্মণপ্রধান জনপদে বাৎস্যায়ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে বাণভট্টের জন্ম হয়। কুবেরের পুত্র পশুপতি, পশুপতির পুত্র অর্থপতি, অর্থপতির পুত্র চিত্রভানু। চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর পুত্র বাণভট্ট। তাঁর পিতৃপিতামহ শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান পণ্ডিতরূপে সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। অতি শৈশবেই বাণের মাতৃবিয়োগ হলে তিনি পিতার দ্বারা পালিত হন, তিনি বাল্যকালেই পিতার কাছে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পণ্ডিতবংশের যোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। কিন্তু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতাপিতৃহীন কিশোর যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করে দেশভ্রমণের অদম্য কৌতূহল নিয়ে আনন্দের নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ালেন[৩১]। উদ্দামপ্রকৃতি উন্মুক্তস্বভাব বাণ বাধাবন্ধহীন অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করলেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। উদ্ভ্রান্ত কিশোর শ্মশান-বৈরাগ্য নিয়ে ঘুরতে

Scanned with CamScanner

ঘুরতে অল্প বয়সেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বহু অন্তরঙ্গ সুহৃদ সংগ্রহ করলেন[৩০]। তিনি তাঁদের সঙ্গে নানান রাজসভায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আলোচনাসভায় যোগ দিলেন। তাঁর ভবঘুরে যাযাবর জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু অপবাদ রটলেও পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করল। কিছুকাল পর তিনি শ্মশান-বৈরাগ্য ত্যাগ করে গৃহে ফিরলেন। হঠাৎ একদিন স্থাণ্বীশ্বরের রাজা শ্রীহর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব এক দূতের মারফৎ রাজার নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। মহারাজ হর্ষের আবাহনে বাণ কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেন[৩১]। অবশেষে মনঃস্থির করে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জন্য বাণ হর্ষের দ্বারা কিঞ্চিৎ ভর্ৎসিত হলেও তাঁর আন্তরিক প্রীতি হৃদয়ে অনুভব করলেন[৩২] এবং অল্পকালের মধ্যেই সম্রাট হর্ষের কাছে প্রেম, বিশ্বাস ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করলেন। সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় বাণভট্ট সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে নাট্যকার ও সাহিত্যানুরাগী সম্রাট শ্রীহর্ষের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ এবং বিদগ্ধ সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন[৩৩]। শ্রীহর্ষের জীবৎকাল এবং তার অগ্রপশ্চাৎ দু-এক শতাব্দী সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ; এই কতিপয় শতাব্দীর মধ্যেই সুবন্ধু, দণ্ডী, ভট্টি, ময়ূরভট্ট, উদ্যোতকর প্রভৃতি কবিমনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বাণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিকগণের কতিপয়ের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। নাট্যকার ভাস, প্রবরসেন, কালিদাস, ভট্টারহরিচন্দ্র, গদ্যকাব্য বাসবদত্তা প্রভৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ[৩৪] থেকে বোঝা যায় তিনি প্রাচীন ও সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন।

বাণরচিত গদ্যকাব্যদ্বয়ের মধ্যে কথাকাব্যরূপে কাদম্বরী[৩৫] সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কথাসরিৎসাগরে (মূলে গুণাঢ্যের বৃহৎকথায়) বর্ণিত (৫৯ তরঙ্গ) রাজা সুমনসেনের কাহিনী অবলম্বনে কাদম্বরীর আখ্যানভাগ বিন্যস্ত[৩৬]। নায়িকা কাদম্বরীর তিন জন্মের বৃত্তান্ত অবলম্বনে পূর্বোক্ত কাহিনীই নবরূপে পরিকল্পিত। কিন্তু বাণ এই কাব্যকে সমাপ্তি দান করতে পারেন নি। পূর্বার্ধ পর্যন্ত তাঁর রচনা। সমগ্র উত্তরার্ধ রচনা করে অসমাপ্ত কাদম্বরীকথাকে সমাপ্তি দান করেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট (পাঠান্তরে পুলিন্দ, পুলিন্দ্র বা পুলিন্ধ্র)। কবিপুত্র পিতার অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করার কারণ হিসাবে বলেছেন—'পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আরব্ধ কথাপ্রবন্ধ পৃথিবীতে তাঁর বাক্যের মতই অসমাপ্ত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হল। কাদম্বরী কথা সমাপ্ত না হওয়ায় সাহিত্যরসিকদের দুঃখ দেখে আমি সেটি সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় আরম্ভ করছি। এই কাজে স্বকীয় কবিত্বের অহঙ্কার নেই[৩৭]।'

পূর্বার্ধের-কাহিনী ঃ—বিদিশার রাজা শূদ্রকের রাজসভায় পরমাসুন্দরী এক চণ্ডালকন্যা পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপাখিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর শুক আপন বৃত্তান্ত শোনাতে আরম্ভ করল—শিশুকালে সে ব্যাধের আক্রমণ থেকে ভাগ্যবলে রক্ষা পেয়ে জাবালি মুনির পুত্র হারীতের দ্বারা লালিতপালিত হয়। আশ্রমবাসীদের অনুরোধে জাবালি এই শুকের কাহিনী সকলের কাছে বর্ণনা করেন। কথামুখে প্রারম্ভিক কাহিনী এই পর্যন্ত বর্ণিত।

Scanned with CamScanner

জাবালির মুখে দ্বিতীয় কাহিনী—উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়, মন্ত্রী শুকনাস। মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন রাজপুত্রের সমবয়সী বন্ধু। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন দিগ্বিজয় যাত্রায় নির্গত হয়ে হেমকূট পর্বতে কিরাতদের দুর্গ অধিকার করলেন। তারপর হিমালয়-পার্শ্ববর্তী কিন্নরমিথুনের পশ্চাৎ অনুসরণ করতে করতে যুবরাজ চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদসরসী নামে এক রমণীয় জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে এক দেবালয়ে বীণাবাদনরতা অলৌকিকলাবণ্যবতী গন্ধর্বরাজকন্যা মহাশ্বেতাকে দেখে তার স্বর্গীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলেন। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে আপন জীবনবৃত্তান্ত শোনালেন—একদা মহাশ্বেতা তার জননীর সঙ্গে অচ্ছোদসরসীতে অবগাহন করতে এসে লক্ষ্মীর মানসপুত্র পুণ্ডরীকের সঙ্গে পরিচিত হন। পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা পরস্পরের প্রণয়ে আত্মহারা হলেন। মহাশ্বেতা গৃহে ফিরে গেলেও পুণ্ডরীকের বিরহে আকুল হয়ে সখী তরলীকার সঙ্গে পুনরায় অচ্ছোদসরোবরের তীরে প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আশায় ফিরে এলেন; কিন্তু ততক্ষণে পুণ্ডরীক মহাশ্বেতার বিরহব্যথায় প্রাণ ত্যাগ করেছেন। বন্ধু কপিঞ্জলের কোলে পুণ্ডরীকের মৃতদেহ। অসহনীয় দুঃখে মহাশ্বেতাও প্রণয়ীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলেন। এমন সময় হঠাৎ এক দৈববাণী হল—'মহাশ্বেতা ধৈর্য ধর, একদিন তোমাদের মিলন হবে।' এই সংবাদ দিয়ে চন্দ্রমণ্ডলের এক দেবতা পুণ্ডরীকের দেহ নিয়ে চন্দ্রলোকে যাত্রা করলেন। কপিঞ্জল তাঁর অনুসরণ করলেন। তার পর থেকেই মহাশ্বেতা ব্রতচারিণী তপস্বিনী হয়ে অচ্ছোদসরোবরের তীরবর্তী মন্দিরে শিবের আরাধনায় নিরতা। তাঁর অভিন্নহৃদয়া সখী কাদম্বরী মহাশ্বেতার শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করলেন মহাশ্বেতা অবিবাহিতা থাকলে তিনিও বিবাহ করবেন না। কিন্তু মহাশ্বেতার অনুরোধে কাদম্বরী সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর মহাশ্বেতার অনুরোধে চন্দ্রাপীড় হেমকূটপর্বতে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের অন্তঃপুরে রাজকুমারী কাদম্বরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তাঁরা পরস্পরের প্রেমে মগ্ন হলেন। চন্দ্রাপীড় শিবিরে ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁর মন প্রেমিকার চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। মহাশ্বেতার প্রচেষ্টায় পুনরায় প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ হল; এবার চন্দ্রাপীড় আপন বান্ধবী তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখাকে কাদম্বরীর কাছে রেখে শিবিরে ফিরলেন। ঠিক সেই সময় দূত রাজাজ্ঞা নিয়ে চন্দ্রাপীড়ের শিবিরে পৌঁছালেন। পিতার আদেশমত চন্দ্রাপীড় রাজধানীতে ফিরলেন। শিবিরে বৈশম্পায়ন প্রিয়সুহৃদ চন্দ্রাপীড়ের প্রতিনিধি হয়ে থাকলেন। কিছুদিন পর পত্রলেখাও কাদম্বরীর কাছ থেকে উজ্জয়িনীতে ফিরে বিরহদীর্ণা কাদম্বরীর দুঃসহ অবস্থার কথা চন্দ্রাপীড়কে নিবেদন করলেন। চন্দ্রাপীড় প্রণয়িনীর চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বাণভট্টরচিত কাদম্বরীর কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। উত্তরার্ধ বা কাহিনীর পরবর্তী অংশ কবিপত্র ভূষণভট্টের রচনা।

উত্তরার্ধের কাহিনী ঃ চন্দ্রাপীড় পুনরায় কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনের জন্য রাজধানী থেকে যাত্রা করলেন; পথে কেয়ূরকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। কেয়ূরকের কাছে কাদম্বরীর জীবনহানির আশঙ্কা শুনে চন্দ্রাপীড় কেয়ূরক, মেঘনাথ ও পত্রলেখাকে প্রিয়তমার সকাশে

Scanned with CamScanner

প্রেরণ করলেন। মাঝপথে তিনি বন্ধু বৈশম্পায়নের সংবাদ গ্রহণ করতে শিবিরে গিয়ে শুনলেন বৈশম্পায়ন কামপীড়িত হয়ে মহাশ্বেতাকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, ফলে তার অভিশাপে পাখিতে পরিণত হয়েছেন। প্রিয় বন্ধুর এমন করুণ পরিণতির কাহিনী শুনে চন্দ্রাপীড়ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। এমন সময় কাদম্বরী পত্রলেখার সঙ্গে অশরীরী অভিসারে সেখানে এলেন। প্রিয়তমের মৃত্যুঘটনা শুনে তিনিও সহমরণের জন্য প্রস্তুত হলেন। পরিচারিকা পত্রলেখা ও বাহন ইন্দ্রায়ুধ প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে সেই অচ্ছোদ সরোবরের জল ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এমন সময় দৈববাণী হল—'পুণ্ডরীকের দেহ চন্দ্রলোকে অক্ষত আছে; কাদম্বরীকে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ অক্ষতভাবে রক্ষা করতে হবে। পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্র মর্ত্যলোকে চন্দ্রাপীড় হয়ে জন্ম নিলেন, চন্দ্রের অভিশাপে পুণ্ডরীক হলেন বৈশম্পায়ন, কপিঞ্জলও এক নভশ্চর পুরুষের অভিশাপে ইন্দ্রায়ুধ নামে অশ্ব হয়ে জন্ম নিলেন। অন্যদিকে বৃদ্ধ রাজা তারাপীড় ও মন্ত্রী শুকনাস পুত্রদের সন্ধানে সস্ত্রীক বনে উপস্থিত হলেন; কিন্তু চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের সাক্ষাৎ না পেয়ে তাঁরা বনবাসী হলেন। জাবালির বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত।

উপসংহারে শুক পুনরায় শূদ্রককে বলল—তপস্যার পুণ্যফলে কপিঞ্জল আমার (শুকরূপী পুণ্ডরীকের) অনুসন্ধানে আশ্রমে এলেন এবং আমার আসন্ন মুক্তির বার্তা জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমি (শুকরূপী পুণ্ডরীক) মহাশ্বেতার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যখন উদ্বিগ্নচিত্তে আসছি, তখন এক ব্যাধ আমাকে ধরে এই চণ্ডালকন্যার হাতে সমর্পণ করে এবং সেই চণ্ডালকন্যার সঙ্গে আমিও পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে শূদ্রকের সভায় উপস্থিত হয়েছি। চণ্ডালকন্যাকে জিজ্ঞাসা করায় সে শূদ্রককে বলল, 'মহারাজ, এই সমস্তই আপনাদের পূর্বজন্মের কাহিনী। এই পাখিটি আমার সন্তান পুণ্ডরীক; ওর কামমোহ আজও বিদূরিত হয় নি, তাই ওর পিতা শ্বেতকেতু ওকে রক্ষা করার জন্য আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অবশেষে চণ্ডালকন্যারূপিণী লক্ষ্মী (পুণ্ডরীকের মাতা) অন্তর্হিতা হলেন। শুক ও শূদ্রক দেহত্যাগ করলেন। তার ফলে চন্দ্রাপীড়েরর মৃতদেহ প্রাণ ফিরে পেল এবং পুণ্ডরীক আকাশ থেকে সশরীরে আবির্ভূত হলেন। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী এবং পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার মিলন ঘটল।

প্রাচীন রসজ্ঞ সমালোচক, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সহৃদয় পাঠক কাদম্বরীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাই কোনও রসিক সমালোচক সংক্ষিপ্ত ভাষায় বাণের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন—'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'—সাহিত্যে এমন কোনও ভাব নেই, যা বাণের লেখনীস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। কাদম্বরীর রসচর্বণায় সহৃদয় সামাজিকের হৃদয় আবর্জিত হয়[৩৮]। সুন্দরী সুকণ্ঠী চপলা তরুণী যেমন আপন বিলাসবিভ্রমে জগৎকে মোহিত করে, বাণের বাণীও তেমনি পাঠকের চিত্তহারিণী[৩৯]। স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতীই যেন অধিক প্রলুভভতা প্রকাশের ছলে পুরুষের বেশে কবি বাণরূপে আবির্ভূত[৪০]। কবিতাকামিনীর অন্তরে কবি বাণই পঞ্চশর অনঙ্গ[৪১]। সংস্কৃত সাহিত্যসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর বাণভট্ট[৪২]।

বাণের গদ্যশৈলী সংস্কৃতসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সর্বোত্তম নিদর্শন। বাণ মধ্যাহ্ন গগনের উজ্জ্বল ভাস্কর; তাঁর উগ্র-কমনীয় নির্মল কাব্যকিরণচ্ছটায় প্রাচীন ও

Scanned with CamScanner

নবীন পাঠকসমাজ প্রাণরসে উচ্ছল, আবেগে দীপ্ত। কবি ক্বচিৎ ভাবরাজ্যে সুদূর কল্পলোকের যাত্রী, কখনও বা ভাষার মণ্ডনশিল্পে নিপুণ স্থপতির মতো অলঙ্কার ও রসের কারুকার্যে সাহিত্যের প্রাসাদনির্মাণে মগ্ন, ক্বচিৎ শব্দচিত্র ও ভাবচিত্রের যাদুস্পর্শে শ্রুতি ও বোধির ওপর অপরূপ মায়াজাল বিস্তার করেন। কাদম্বরীতে পরপর তিন জন্মের প্রেম এক জন্মের কাহিনীতে বর্ণিত। এখানে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের জন্মান্তরীয় পরিণতি metamorphosis নয়। এই মানবীয় প্রণয় ও প্রীতি জন্মান্তরেও অম্লান; তাই সেই জন্মান্তরসৌহার্দেও প্রেমের আবেগ যেমন তীব্র, কর্তব্যবোধও তেমনি কঠিন। প্রেম একদিকে যেমন দুর্বার জৈব আবেগ, অন্যদিকে তেমনি এক মহতী মানসী চেতনা; তাই প্রণয়ের ক্ষেত্রে সংযমের শৈথিল্য, কর্তব্যবোধের অমর্যাদা হলে, তার সঙ্গে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের বিরোধ ঘটলে, বিবেকের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণেই কখনও মৃত্যুতে, কখনও বা অন্য কোনও করুণ দুর্দশায় প্রণয়ের শান্তি স্থাপিত হয়[১৩]।

কাদম্বরীর কাহিনীসৃষ্টিতে মৌলিকত্ব না থাকলেও সমগ্র কাহিনীর বিন্যাস ও পরিবেশনায় কবির অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর প্রতিফলিত। চণ্ডালকন্যার দীপ্রসুন্দর রূপ, রমণীয় অচ্ছোদসরসী, ভীষণ-গম্ভীর উগ্রশান্ত বিন্ধ্যাটবী, বৃদ্ধ তপস্বী জাবালির রুক্ষ-রুদ্র মূর্তি, তপস্বিনী মহাশ্বেতার রূপলাবণ্যের স্বর্গীয় মাধুরী, শবরসৈন্যের ভয়াবহতা প্রভৃতি প্রতিটি চিত্রই অসামান্য অনন্যসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কিত। প্রকৃতির রমণীয় ও ভীষণ রূপ, নরনারীর দেহলাবণ্য ও আন্তর সৌন্দর্য, প্রেমের উন্মেষ ও বিস্তারে হৃদয়ের তন্ত্রীতে অপূর্ব ব্যঞ্জনা, প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তে মিলনবিরহের বিচিত্র দ্বন্দ্ব—সর্ববিধ বর্ণনায় বাণের লেখনী অবাধ গতিতে বিচরণ করে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের চিত্রণে বাণ নিজের বাস্তব জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসামান্য কবিত্বশক্তির সমন্বয়ে যে বিপুল সম্ভার সৃষ্টি করেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। ভাষার ওজস্বিতা ও ভাবের প্রসাদগুণ—উৎকৃষ্ট গদ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনায় বর্তমান। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধাভাস, রূপক, পরিসংখ্যা প্রভৃতি অলঙ্কারের বিচিত্র সার্থক প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তির নিপুণ ব্যবহার, শ্লেষের চাতুর্য, শব্দালঙ্কারের চমক এবং সর্বোপরি ভাষা ও ভাবের সাবলীল গতি বাণের অসামান্য কবিত্বশক্তির সম্পদ। কথাসাহিত্যে (কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি রচনায়) কাহিনীবিন্যাসের যে শৈলী, বাণ তাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মূল গল্পের প্রসঙ্গে মধ্যবর্তী উপাখ্যানগুলি সামগ্রিক উপলব্ধির প্রধান অন্তরায়। মূলকাহিনীর তুলনায় প্রাসঙ্গিক উপকাহিনীগুলির মাত্রাতিরিক্ত বিস্তার বারবার পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় ও স্মৃতিশক্তিকে পীড়া দেয়। গল্পের কাঠামো অতি জটিল[১৫] এবং প্রাথমিক পর্বে প্রায় দুর্বোধ্য। একথা অনস্বীকার্য যে বাণের রচনায় বর্ণনার আতিশয্য কাহিনীর গতিকে যেমন খর্ব করেছে, তেমনি ভাবের অসংযত আবেগ ও পাণ্ডিত্যের গুরুভার সাধারণ পাঠকের নিকট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গদ্যের এই সাড়ম্বর শৈলীকে কখনও সুবিচার করতে পারেন নি[১৫]। অলঙ্কারশাস্ত্রের সরণিকে অঙ্গীকার করে বাণ যে নৈপুণ্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, সেখানে তাঁর বৈদগ্ধ্যের উপচার কখনওই দুর্বিষহ হয় নি। যেমন রসনোপমার একটি উদাহরণ—

Scanned with CamScanner

'ক্রমেণ চ কৃতং মে বপুষি বসন্ত ইব মধুমাসেন, মধুমাস ইব নবপল্লবেন, নবপল্লব ইব কুসুমেন, কুসুম ইব মধুকরেন, মধুকর ইব মদেন, নবযৌবনেন পদম্'। কাদম্বরী।

পরিসংখ্যা অলঙ্কারের চাতুর্যে মণ্ডিত একটি রমণীয় বর্ণনা—যত্র চ মলিনতা হবির্ধূমেষু ন চরিতেষু, মুখরাগঃ শুকেষু ন কোপেষু, তীক্ষ্ণতা কুশাগ্রেষু ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতা কদলীদলেষু ন মনঃসু, চক্ষূরাগঃ কোকিলেষু ন পরকলত্রেষু, কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু ন সুরাতেষু, মেখলাৰন্ধো ব্রতেষু নের্ষ্যাকলহেষু, স্তম্ভস্পর্শো হোমধেনুষু ন বনিতাসু, পক্ষপাতঃ কৃষ্ণবাকুষু ন বিদ্যাবিবাদেষু, ভ্রান্তিরনলপ্রদক্ষিণেষু ন শাস্ত্রেষু, বসুসঙ্কীর্তনং দিব্যকথাসু ন তৃষ্ণাসু, গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েষু ন শরীরেষু, মুনিৰালনাশঃ ক্রতুদীক্ষয়া ন মৃত্যুনা, রামানুরাগো রামায়ণেন ন যৌবনেন, মুখভঙ্গবিকারো জরয়া, ন ধনাভিমানেন...। কাদম্বরী

বাণের কাদম্বরীকে অনুকরণ করে গদ্যে ও পদ্যে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়, যথা—প্রখ্যাত টীকাকার ঢুণ্ডীরাজের অভিনব-কাদম্বরী, অভিনন্দের কাদম্বরীকথাসার (৮ সর্গ), বিক্রমদেবের কাদম্বরী-কথাসার (১৩ সর্গ), ত্র্যম্বকের কাদম্বরীকথাসার, নরসিংহের কাদম্বরী-কল্যাণ, ক্ষেমেন্দ্রের পদ্য-কাদম্বরী ইত্যাদি।

গদ্যসাহিত্যের ত্রয়ী সুবন্ধু, দণ্ডী ও বাণভট্ট যে শিল্পিত গদ্যরীতি প্রবর্তিত করেন, পরবর্তী গদ্য-রচয়িতারা কাহিনীর আঙ্গিক ও রচনাপদ্ধতিতে অবিকলভাবে পূর্বসূরিদের অনুসরণ করেছেন। বাণভট্টের লেখনীতে ধ্রুপদী গদ্যের আলঙ্কারিক কাঠামো ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনীর যে চূড়ান্ত মানদণ্ড নির্ণীত, তাকে অতিক্রম করার স্পর্ধা ছিল না কারও—কি তাঁর সমসাময়িক অথবা পরবর্তী কোনও গদ্যশিল্পীর। পরবর্তী গদ্যে গল্পের মেজাজে অথবা শিল্পসত্তায় কোনও নবীন প্রতিভার যাদুস্পর্শ ঘটেনি, তাই এ-কালের লেখকেরা অনুকরণসর্বস্ব গদ্যকার মাত্র। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মহাকাব্য, নাটক, দূতকাব্য প্রভৃতি বিভাগে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অনুসরণে রচিত অসংখ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতি পাওয়া গেলেও একমাত্র গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম। উপরিউক্ত ত্রয়ী গদ্যকাব্যরচয়িতার পর মাত্র চার-পাঁচ জন লেখকের সাক্ষাৎ পাচ্ছি, যাঁরা গদ্যচর্চায় আগ্রহী হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner